দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 11|3|83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 8 ...

036

আতিকুজ্জামান খানের ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান এবং কলকাতায় বাংলাদেশের সাবেক ডেপুটি হাই কমিশনার ও বিশিষ্ট ক্রিকেটার জনাব আতিকুজ্জামান খান বুধবার বিকেলে কলকাতায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে...রাজেউন)। তিনি হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

ঢাকায় তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, চিকিৎসার জন্য দিন পনেরো আগে জনাব খান কলকাতা গিয়েছিলেন। সেখানে একটি ক্লিনিকে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন।

কলকাতায় এক আত্মীয়ের পারিবারিক গোরস্থানে মরহুমের লাশ বুধবারই দাফন করা হয়।

মরহুম খান স্ত্রী এবং এক ছেলে রেখে গেছেন। তাঁর ছেলে অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট মার্টিনস কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রধান। চিকিৎসার পর অস্ট্রেলিয়ায় ছেলের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাসের পরিকল্পনা জনাব খান নিয়েছিলেন।

ক্রীড়া সাংবাদিকতায় মরহুম আতিকুজ্জামান খান বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি একজন

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ইন্তেকাল

(৮-এর পৃঃ পর)

চৌকশ ক্রিকেট খেলোয়াড়ও ছিলেন।

তিনি তদানীন্তন মর্নিং নিউজ পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন। ক্রীড়া ভাষ্যকার ও নিবন্ধকার হিসেবে তদানীন্তন পাকিস্তানে তিনি অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন।

১৯৭৮ সালে কূটনৈতিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর তিনি অবসর জীবন যাপন করছিলেন।

মরহুম আতিকুজ্জামান খানের একক উদ্যোগে ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি এই বিভাগের প্রধান ছিলেন।

ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের সন্তান মরহুম খানের ছাত্র জীবনের অধিকাংশ সময় কলকাতায় কেটেছে। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি লন্ডন স্কুল অব জার্নালিজম থেকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন।

মরহুম খান 'ডিম ইমেজ' এবং 'ইস্ট বেঙ্গল জার্নালিজম ইন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' সহ বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। এছাড়া তাঁর অসংখ্য গবেষণামূলক নিবন্ধ রয়েছে।

তিনি প্যারিসস্থ ইউনেস্কোর গণসংযোগ কমিটি এবং সিঙ্গাপুরস্থ এশীয় গণসংযোগ গবেষণা ও তথ্য কেন্দ্রের সদস্য ছিলেন।

মরহুম খান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট ব্লু ছিলেন এবং ১৯৪২-৪৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি রঞ্জী ট্রফিতে বাংলার ক্রিকেট দলের পক্ষে খেলেছেন।

তিনি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের ডাকে তমঘায়ে পাকিস্তান খেতাব বর্জন করেন।

আজ বিকেল সাড়ে চারটায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক জনাব ক আ ই ম নূরুদ্দীনের ৩৭/এ বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টার্সে বিভাগীয় শিক্ষকদের এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ জনাব আতিকুজ্জামান খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে।